70177 - মুসলমি স্বামী কর্তৃক অমুসলমি স্ত্রীকে তার ধর্মীয় উৎসব উদযাপনে বাধাদান

প্রশ্ন

একজন মুসলমান তার ক্যাথলকি স্ত্রীকে নজি ধর্মরে ধর্মীয় উৎসব পালন করতে দবিে না কনে? সে নারী মুসলমানরে সাথে ববিাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ছে এবং নজি বশ্বিাসরে উপর অটুট আছ। সে কি তার বশ্বিাসরে ভত্তিতিে উপাসনা করতে পারবে না?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। যদি কোন খ্রস্টিান ময়েে মুসলমান ছলেরে সাথে ববিাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হয় তার কয়কেটি বষিয় জানা থাকা উচতি:

১- স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য করতে আদষ্টি, গুনাহর ক্ষত্রে ছাড়া অন্য সকল ক্ষত্রে। সে স্ত্রী মুসলমি হোক অথবা অমুসলমি হোক। যদি স্বামী গুনাহ নয় এমন কোন আদশে করে তাহলে তাকে সটো মানতে হব। আল্লাহ তাআলা পুরুষকে সে অধকিার দয়িছেনে। যহেতেু স্বামী পরবিাররে কর্তা ও দায়ত্বিশীল। পারবিারকি জীবন যাপন সম্ভবপর হবে না যদি পরবিাররে কউে একজনকে কর্তা মনেে তার নর্দিশেমতো চলা না হয়। এর অর্থ এ নয় য, স্বামী চৌকদিার সজে, এ কর্তৃত্বকে ব্যবহার করে স্ত্রী বা সন্তানদরে কষ্ট দবি। বরং তনিি তাদরে কল্যাণরে চষ্টো করবনে। উপদশে দবিনে, পরামর্শ করবনে। তবে জীবনে চলতে গলেে কখনো কখনো চূড়ান্ত সদ্ধিান্ত নতিে হয় এবং সটো মনেে যতেে হয়। খ্রস্টিান ময়েকে কোন মুসলমানরে সাথে ববিাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে এ মূলনীতটিি বুঝতে হব।

২- ইসলাম খ্রস্টিান ও ইহুদী নারীকে বয়িে করা জায়যে করছে। এর মান— সে নারী বয়িরে পর তার ধর্মরে উপর অটুট থাকতে পারব। সুতরাং স্বামীর এ অধকিার নইে য, স্বামী তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে কংিবা তার নজিস্ব উপাসনা পালনে বাধা দবি। তবে স্বামী নজি স্ত্রীকে ঘর থকেে বরে হতে না দওেয়ার অধকিার সংরক্ষণ করব। এমনকি সটো যদি গর্জিাতে যাওয়ার জন্যে হয় সে ক্ষত্রেওে। কারণ স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করার জন্য আদষ্টি। ঘররে মধ্যে গর্হতি কছিু করা থকেে স্ত্রীকে নবিৃত রাখার অধকিার স্বামীর থাকব; যমেন- মূর্তি টানাতে বাধা দয়ো, ঘণ্টা বাজাতে বাধা দয়ো। এর মধ্যে রয়ছে- বদিআতি উৎসবগুলো উদযাপন; যমেন- ইস্টার পালনে বাধা দয়ো। কারণ ইস্টার পালন ইসলামে দুইটি কারণে গর্হতি: এটি সম্পূর্ণ ভত্তিহিীন একটি উপাসনা- যমেন ঈদে মলিাদুন্নবী বা মা দবিস ভত্তিহিীন। অন্যদকিে এর ভত্তি

হচ্ছে- কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস; যেমন- ঈসা (আঃ) কে হত্যা করা হয়েছে, শূলে চড়ানো হয়েছে, কবরে প্রবেশ করানো হয়েছে; এরপর তিনি কবর থেকে উঠেছেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে- ঈসা (আঃ) নিহত হননি, তাঁকে শূলে চড়ানো হননি। বরঞ্চ তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আরও জানতে 10277 ও 43148 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন। স্বামীর এই অধিকার নেই যে, খ্রিস্টান স্ত্রীকে তার এই বিশ্বাস পরিহারে বাধ্য করবে। কিন্তু স্বামী গর্হিত কিছুর প্রচার করা ও জাহির করার বিরোধিতা করতে পারে। তাই খ্রিস্টান স্ত্রীর তার ধর্মের উপর টিকে থাকা ও স্বামীর গৃহে গর্হিত বিষয়াদি জাহির করা— এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে— স্ত্রী যদি মুসলিম হয় এবং সে কোন একটি বিষয়কে 'মুবাহ' বা বৈধ বিশ্বাস করে; কিন্তু ঐ বিষয়কে স্বামী 'হারাম' হিসেবে বিশ্বাস করে সে ক্ষেত্রে স্বামীর এই অধিকার থাকবে স্ত্রীকে ঐ বিষয় থেকে বাধা দিবে। যেহেতু স্বামী হচ্ছে—পরিবারের কর্তা। তাই স্বামী যেটাকে গর্হিত বিশ্বাস করবে সেটাতে বাধা দিতে পারে। ৩- অধিকাংশ আলেমের মতে, কাফেরেরা ঈমান আনার প্রতি যেমন আদিষ্ট; তেমনি শরিয়তের শাখা-বিধানগুলো মানতেও আদিষ্ট। এর মানে—মুসলমানদের জন্য যা কিছু হারাম তাদের জন্যেও সেসব কিছু হারাম; যেমন- মদপান, শুকরের গোশত ভক্ষণ, বিদিআত চালুকরণ ও বিদিআতী অনুষ্ঠান উদযাপন। স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে- স্ত্রীকে এ ধরনের কিছু করা থেকে বাধা দেয়া। যেহেতু- আল্লাহ তাআলা বলছেন: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও। যে আগুনের ইন্ধন হচ্ছে- মানুষ ও পাথর।"[সূরা আল-তাহরীম, আয়াত: ৬] এ বিধানের আওতার বাইরে থাকবে স্ত্রীর বিশ্বাস ও তার ধর্মে অনুমোদিত উপাসনাসমূহ; যেমন খ্রিস্টানদের নামায ও তাদের ধর্মে অবশ্য পালনীয় রোজা; স্বামী স্ত্রীকে এসব পালন করা থেকে বারণ করতে পারবে না। মদপান, শুকর খাওয়া, পাদ্রী ও পুরোহিতগণ কর্তৃক নবপ্রচলিত বিভিন্ন উৎসব পালন করা— তার ধর্মে তথা খ্রিস্টান ধর্মে নেই।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন: "স্বামী তার স্ত্রীকে গির্জা বা সিনাগগে যেতে বাধা দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবেন।" যে ব্যক্তির খ্রিস্টান স্ত্রী রয়েছে তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: "খ্রিস্টানদের উৎসব বা গির্জাতে যাওয়ার অনুমতি দিবে না।" যে ব্যক্তির খ্রিস্টান দাসী রয়েছে সে যদি খ্রিস্টানদের উৎসবে বা গির্জাতে কিংবা সমাবেশে যাওয়ার অনুমতি চায় তার ব্যাপারে তিনি বলেন: "তাকে অনুমতি দিবে না।" ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "এ অনুমতি না দেয়ার কারণ হলো- কুফরের আহ্বায়ক ও কুফরের নিদর্শনবহনকারী কোন কিছুতে তাকে সহযোগিতা না করা।" তিনি আরও বলেন: "স্ত্রী তার ধর্মমতে যে রোজা রাখাকে আবশ্যকীয় বিশ্বাস করেন স্বামী স্ত্রীকে সে রোজা রাখতে বাধা দিতে পারবে না; যদিও এর ফলে স্ত্রীর রোজা রাখাকালীন সময়ে স্বামী তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। স্ত্রীকে নামায পড়তেও বাধা দিতে পারবে না; যদিও স্ত্রী স্বামীর ঘরেই পূর্বদিকে ফিরে নামায আদায় করবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিদেরকে মসজিদে নববীতে তাদের কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছেন।[আহকামু আহলুয যিম্মাহ (২/৮১৯-৮২৩]

মসজিদে নববীতে নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধির নামায পড়ার বিষয়টি ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে (৩/৬২৯) এ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির মুহাক্কিক (পাঠোদ্ধারকারী) লিখেছেন: "এ রেওয়ায়েতটির বর্ণনাকারীগণ ছিকাহ

(নর্িভরযোগ্য); কন্িতু সনদ মুনকাতি (বচ্িছন্িন)। অর্থাৎ সনদ দূর্বল”। আরও দখেুন 3320 নং প্রশ্ন। আল্লাহই ভাল জাননে।